বিবেকের নীরব কণ্ঠস্বর

ইউনিট ১১

ভূমিকা

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে যার সাহায্যে মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় এবং ভালো-মন্দ বুঝে সেই অনুসারে কাজ করতে পারে। আর এ শক্তির নামই হলো বিবেক যা হলো স্বয়ং ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। এ বিবেকই মানুষকে ভালো-মন্দ বুঝতে সাহায্য করে এবং তার মধ্যে সত্যিকারের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। বিবেক যার যত বেশি সুস্থ, সবল ও পবিত্র সে অন্তরে তত বেশি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বিবেক হলো - মানুষের গোপনতম পবিত্র সত্তা। ঈশ্বরের সঙ্গে তাই বিবেকের সংযোগও খুবই ঘনিষ্ঠ। আমরা যদি ঈশ্বরের কথা শুনতে চাই তাহলে ঈশ্বর চান আমরা যেন নীরব হই অর্থাৎ বিবেকের স্বর শুনি কারণ ঈশ্বর নীরবতায় কথা বলেন। বিবেকের মাধ্যমেই জানতে পারি কোন্‌টি সঠিক বা সত্য এবং কোন্‌টি অসত্য বা অন্যায়। আমরা যদি সঠিক বা ন্যায় পথ অবলম্বন করতে চাই তাহলে ঈশ্বরের নীরব কণ্ঠস্বর শুনতে সদা সর্বদা সচেষ্ট হই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : মূল্যবোধ কী?
পাঠ-১১.২ : মূল্যবোধ ও বিবেক
পাঠ-১১.৩ : মূল্যবোধের উৎস
পাঠ-১১.৪ : বিবেকের গঠন
পাঠ-১১.৫ : ব্যক্তিগত বিবেক
পাঠ-১১.৬ : পরিপক্বতায় বিবেকের বৃদ্ধিলাভ
পাঠ-১১.৭ : এইডস্, ধূমপান ও মাদকাসক্তি
পাঠ-১১.৮ : ব্যক্তি জীবনে মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধ

পাঠ-১১.১ মূল্যবোধ কী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্যবোধ কী তা বলতে পারবেন।
- মূল্যবোধ কত প্রকার ও কী কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল্যবোধ আবিষ্কারের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

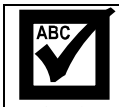 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**ব্যাপক, অনুভূতি, আকর্ষণ, পরিবেশ**

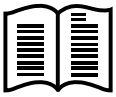

বিষয়বস্তু

আমাদের মূল্যবোধ আমাদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যার শক্তিতে আমরা কোন কিছু সমর্থন করি, প্রশংসা করি বা তার প্রতি আকৃষ্ট হই - তাকেই মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে অনুভূতি জাগায়, শ্রদ্ধাবোধ জাগায়, সঠিক মনোভাব সৃষ্টি করে, সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে। মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের যেমন–

১. **জৈবিক মূল্যবোধ :** কোন জিনিসকে আকর্ষণীয় বা মূল্যবান বলে আমরা মনে করি, যখন তা আমাদের আনন্দ দেয় বা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হয়।

২. **সামাজিক মূল্যবোধ :** যা কিছু মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়তে উৎসাহিত করে এবং সমাজে ভালো এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৩. **নৈতিক মূল্যবোধ :** ব্যক্তির নিজের অথবা অপরের জন্য মঙ্গলকর অথবা নিয়মের সাথে বা আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. **ধর্মীয় মূল্যবোধ :** বিধানের বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের দ্বারা সমর্থিত বলে।

মূল্যবোধ আবিষ্কারের উপায়:

- পিতামাতা বা আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে
- সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে
- মানুষের প্রশংসা বা নিন্দার অভিজ্ঞতা থেকে
- নিজের উপর বা অন্যের উপর ব্যক্তির কর্মফল দেখে।

অনুধ্যান ঃ জীবনে যা-কিছু সুন্দর, মনোরম, প্রশংসার যোগ্য, সমর্থনযোগ্য তাকেই মূল্যবোধ বলা যায়। চার ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে। যেমন- জৈবিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক। যে মূল্যবোধ আমাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয় বা মনে আনন্দ জাগায় তাকেই জৈবিক মূল্যবোধ বলা হয়। মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়তে যা সাহায্য করে তাই হলো সামাজিক মূল্যবোধ। আমরা যখন নিজের বা অপরের জন্য মঙ্গলকর কিছু করি তাই হলো নৈতিক মূল্যবোধ। যা কিছু মঙ্গলকর বা ঈশ্বরের দ্বারা সমর্থিত তাই হলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধ নিজেদের মধ্যে রয়েছে তা জাগ্রত করা বা আবিষ্কার করার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। আমরা বিভিন্ন উপায়ে তা আবিষ্কার করতে পারি। যেমন বাবা, মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সঙ্গী-সাথী বা অন্যান্য যাদের সংস্পর্শে আমরা আসি তাদের কাছ থেকে।

মনে রাখি ঃ "যার শক্তিতে আমরা কোন কিছু সমর্থন করি, প্রশংসা করি বা তার প্রতি আকৃষ্ট হই তাকেই মূল্যবোধ বলে।"

শব্দটীকা ঃ সমর্থন - মর্যাদা, সুশৃঙ্খল - শৃংঙ্খলাপূর্ণ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**কত ধরণের মূল্যবোধ রয়েছে এবং কী কী তা উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

যা কিছু সুন্দর, পবিত্র, মনোরম এবং প্রশংসার যোগ্য তাই হলো মূল্যবোধ। জৈবিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এ চার ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবেক হলো-

ক) ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর খ) নিজের কণ্ঠস্বর

গ) মনের কণ্ঠস্বর ঘ) চিন্তার কণ্ঠস্বর।

২। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে হলে দরকার-

ক) নীরব জায়গা খ) অন্তরের নীরবতা

গ) বাহিরের নীরবতা ঘ) ঘরের নীরবতা।

৩। মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে জাগায়-

i সৎচিন্তা ii. শ্রদ্ধাবোধ iii. নীতিজ্ঞান

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুমী দিলীপকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু বিয়ের পরই দিলীপের আসলরূপ প্রকাশ পায়। কথায় কথায় সে সুমীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে। তার প্রতিটি কাজের অবমূল্যায়ন করে। শেষে সুমী জানতে পারে দিলীপ নীতিভ্রষ্ট মানুষ।

ক) মূল্যবোধ কাকে বলে?

খ) মূল্যবোধ কত প্রকার ও কী কী?

গ) মূল্যবোধহীন মানুষের জীবন কেমন হয়? উদ্দীপকের আলোকে তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) মূল্যবোধ আবিষ্কারের উপায়গুলো ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১: ১. ক ২. ক ৩. ঘ

পাঠ-১১.২ মূল্যবোধ ও বিবেক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিবেক কী তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল্যবোধের সঙ্গে বিবেকের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**প্রভাবিত, বিবেক, দায়িত্ববোধ**

বিষয়বস্তু

মূল্যবোধ ও বিবেকের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। এরা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে যার সাহায্যে মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় বা ভালো-মন্দ বুঝে সেই অনুসারে কাজ করতে পারে - এই শক্তিই হলো বিবেক। এই বিবেকই মানুষকে ভালো-মন্দ বুঝতে শিখায় এবং তার মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগায়। বিবেক হলো সর্বেসর্বা। বিবেক অনুযায়ী চলা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। নৈতিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেক ভুল করলেও সেই বিবেকের অনুসরণ করতে হবে। আমরা এখন একটি কাহিনীর মাধ্যমে বিবেকবান ও মূল্যবোধপূর্ণ মানুষের ঘটনা জানতে চেষ্টা করি।

যোসেফ ও মেরী চার ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে বাস করে। তারা ভালো খ্রিষ্টান হিসেবেই পরিচিত। গ্রামে, মহল্লায় সবার সাথে মিলে মিশে থাকে। প্রতিদিন প্রার্থনা করে। প্রতি রবিবার খ্রিষ্টযাগে যোগ দেয়। তাদের সন্তানেরা পড়াশুনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন সন্তান ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করে জনসেবা করছে। অন্যেরাও সবাই প্রতিষ্ঠিত এবং সবার সাথে মিলে মিশে থাকে এবং সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারো সাথে কোন রকম মনোমালিন্য নেই। সবাই জানে এটি একটি আদর্শ পরিবার।

অনুধ্যান ঃ মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ আবিষ্কার করার যে জ্ঞান তাই হলো বিবেক এবং বিবেক অনুযায়ী সত্য, ন্যায় এবং সুন্দর জীবন যাপন করার অর্থই হলো মূল্যবোধে বেড়ে ওঠা। বিবেকের বাণী অনুযায়ী জীবন যাপন করাই হলো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। একই সাথে বিবেককে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলাও প্রয়োজন। তাই মানুষের বিবেকের চেয়ে তার কাজের বড় আর কোন মানদন্ড নেই। সেজন্যেই মানুষ তার নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী। তা ভালো বা মন্দ যাই হোক। একজনের কাজের জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না বা দায়ী করা যায় না। প্রত্যেকে তার নিজের সিদ্ধান্তের জন্য সে নিজেই দায়ী। আবার একথাও সত্য যে মানুষ নিজের কাজের জন্য দায়ী হলেও অন্যের ভালো-মন্দকে উপেক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ নিজের সাথে অন্যের ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার দায়িত্বই হলো বিবেকবান ও মূল্যবোধপূর্ণ মানুষের কাজ।

মনে রাখি ঃ "বিবেকের চাইতে মানুষের কাজের বড় আর কোন মানদন্ড নেই।"

শব্দটীকা ঃ সর্বেসর্বা - সবচেয়ে বড়

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যোসেফ ও মেরীর ঘটনার আলোকে আপনার জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করুন**

সারসংক্ষেপ

মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ আবিষ্কার করার জ্ঞানই হলো বিবেক এবং বিবেক অনুসারে জীবনযাপন করাই হলো মূল্যবোধে বেড়ে ওঠা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবেকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-

ক) নীতিজ্ঞান খ) মূল্যবোধ

গ) দায়িত্বজ্ঞান ঘ) সত্যজ্ঞান।

২। বিবেক দ্বারা মানুষের কী নির্ধারিত হয়?

ক) জীবন খ) চরিত্র

গ) মানদন্ড ঘ) দায়িত্বজ্ঞান।

৩। সৎ বিবেক কিসের মতো?

i. স্বচ্ছ জলের মতো ii দামী পদার্থের মতো iii. ভঙ্গুর পাত্রের মতো

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আলো মাকে জানিয়েছে তার স্কুলের বেতন পাঁচশত টাকা। কিন্তু স্কুলের বেতন হলো তিনশত টাকা। প্রতিমাসে সে মার কাছ থেকে পাঁচশত টাকা নেয়। অবশেষে তার মা তা জানতে পারলো। আলোর বিবেকও তাকে বলে দিল সে ভুল করেছে।

ক) কী অনুসারে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে?

খ) আমাদের জীবনের মূল্যবোধ কেমন হওয়া উচিত?

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত আলোর বিবেকের মূল্যায়ন করুন।

ঘ) "সত্য, সুন্দর ও ন্যায় জীবনযাপন করার অর্থই হলো মূল্যবোধে বেড়ে ওঠা।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২: ১. খ ২. গ ৩. ক

পাঠ-১১.৩ মূল্যবোধের উৎস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্যবোধের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও ঈশ্বর নির্ভরশীল মূল্যবোধ সম্পর্কে চেতনা লাভ করবেন।

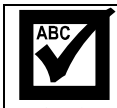 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**পরিপক্বতা, প্রকৃতি, প্রণোদিত ব্যক্তিত্ব, বিকাশমান**

বিষয়বস্তু

খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ নিজের করে নিয়ে সে অনুযায়ী নিজের বিবেক গড়ে তুলতে পারলেই পরিপক্বতা অর্জন করা যায়। মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজেই বাস করে। কাজেই তার আচার ব্যবহার তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমাজ ও স্থান কালের দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্থান কাল ভেদে মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠে এবং তার জীবন নানাভাবে প্রণোদিত হয়। সময় সময় ভুল করে, বিপথে যায় কিন্তু তা থেকে উঠে আসতে মঙ্গলময় ঈশ্বর সর্বদা সহায়তা দেন। তিনি মূল্যবোধের চেতনা জাগান। আর এই বাস্তব মূল্যবোধের চেতনা আসে মানুষের ভিতর এবং বাহির থেকে। বাইরে থেকে যে চেতনা আসে তা হলো- ব্যক্তি নিরপেক্ষ উৎস। তা প্রধানত: দুই ধরনের যেমন যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজ এবং ঐশ প্রকাশ। সমাজ তার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বিকাশমান ব্যক্তিত্বের সামনে নৈতিক আদর্শ তুলে ধরে। মানুষের আত্মিক ব্যক্তিসত্তার সুগঠনের জন্য মানুষ বহুলাংশে তার পরিবারের পরিবেশ ও শিক্ষার কাছে দায়ী। অন্তরে যে চেতনা আসে তাকে বলা যায় উত্তম। কারণ মানুষ উত্তম এবং সৃষ্টও হয়েছে মঙ্গলের জন্যই। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদেরকে নিজ প্রতিমূর্তিতে গড়েছেন আর সেই মঙ্গল লাভের জন্যই আমরা ভূষিত কিন্তু পাপময় অভ্যাস অনেক সময় আমাদেরকে অন্ধ করে ফেলে, যার দরুন আমরা বিভ্রান্ত হই। কিন্তু তাই বলে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত উত্তমতার বীজ আমরা পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারি না। ঐশপ্রেমের উষ্ণতা আমাদেরকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে।

অনুধ্যান ঃ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজে বাস করে এবং সমাজের বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করে। নিজের জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে মানুষ তার মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন - অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দান করেছেন তার সত্তা বা উত্তমতা। তার সেই উত্তমতা দিয়ে আমরা পুণ্যকর্ম সাধন করতে সমর্থ হই। অন্যদিকে আমরা ঈশ্বরের পাশাপাশি মানুষের কাছ থেকেও প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু পেয়ে থাকি আর তা ব্যবহার করেও ভালো কিছু করতে সমর্থ হই। তাহলে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর ও তার সৃষ্টির সেরা মানুষ এ দুয়ের মাধ্যমে জীবনে ভালো কিছু করতে অনুপ্রাণিত হই এবং সচেতনতা লাভ করি।

মনে রাখি ঃ "মানুষ উত্তম এবং সৃষ্টও হয়েছে মঙ্গলের জন্যই।"

শব্দটীকা ঃ প্রতিমূর্তি - নিজের মতো

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনে মূল্যবোধ কিভাবে কাজে লাগান তা উল্লেখ করুন**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজে বাস করে এবং সমাজের বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে জীবন পরিচালনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বহিরাগত মূল্যবোধ কত ভাবে কাজ করে?

ক) দুই খ) তিন

গ) চার ঘ) পাঁচ।

২। সমাজ আমাদের কী ঘটাতে সাহায্য করে?

i. ব্যক্তিত্বের বিকাশ ii. মূল্যবোধের বিকাশ iii. সম্পদের বিকাশ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৩। কাজই করিল কেন, তাতে থাকবে-

ক) উত্তমতা খ) শক্তি

গ) সম্পদ ঘ) ভালো স্বাস্থ্য।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

প্রবীরের পাড়ায় ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের বাস। প্রবীর উচ্চ শিক্ষিত হয়েও পাড়ায় সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তার সুন্দর আদর্শ ও গুণাবলী দিয়ে অন্যান্য যুবক ভাইদেরও সে পথ চলতে সাহায্য করে। কেউ বিপথে চললে সে তার মঙ্গল কামনায় পাশে এসে দাঁড়ায়।

ক) মূল্যবোধের উৎস কী?

খ) সমাজ আমাদের কীভাবে চলতে সাহায্য করে?

গ) বর্তমান সমাজের কয়েকটি ভালো ও কয়েকটি মন্দ দিকের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

ঘ) উদ্দীপকের প্রবীরের মতো আপনি আপনার গ্রামে বা এলাকায় কী অবদান রাখতে পারবেন? বুঝিয়ে লিখুন।

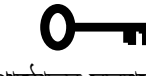

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩: ১. ক ২. গ ৩. ক

পাঠ-১১.৪ বিবেকের গঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিবেকের গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সচেতন হবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সর্বেসর্বা, আহ্বান, জ্ঞানবান, মিলনসেতু**

বিষয়বস্তু

বিবেক হলো সর্বেসর্বা। বিবেক অনুযায়ী চলা আমাদের কর্তব্য। নিজের সিদ্ধান্তের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে তা তাকেই বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে। দায়িত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো প্রতিদিনকার জীবনে ঈশ্বর আমাদেরকে যে আহ্বান দেন তাতে যোগ্যভাবে সাড়া দেওয়া। তাঁর সন্তান হিসেবে আমাদের পক্ষে তার আহ্বানে যথার্থভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব, উদাসীন থাকা সম্ভব অথবা দায়িত্বহীনভাবেও সাড়া দেওয়া সম্ভব। বিবেককে যথার্থভাবে গড়ে তোলাও মানুষের দায়িত্ব। আর বিবেক গঠন করার জন্য মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানবান মানুষকে কোন কাজ সঠিক বা নীতি সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে হয়

- সদিচ্ছা, সততা ও সরলতা বিবেক গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- যীশুর শিক্ষা, মণ্ডলীর শিক্ষা, প্রবক্তা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের শিক্ষার আলোকে বিবেক পরিচালনা করতে হবে।
- আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলনসেতু গড়ে তোলা।
- সব কাজের পূর্বে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থেকে তা করার প্রাণপণ চেষ্টা করা।
- অকপটভাবে বিনম্র চিত্তে নিজ দুর্বলতা স্বীকার করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

উপরের বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ বিবেক অনুযায়ী কাজ করাই হলো প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব।

অনুধ্যান ঃ যিনি তাঁর বিবেক অনুযায়ী কাজ করেন তাঁকেই বিবেকবান ব্যক্তি বলা হয়। একজন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠার জন্য প্রতিনিয়ত সাধনা করতে হয়। সাধনা কতটুকু ফলপ্রসূ বা কার্যকর হয়েছে তা যাচাই করার জন্য কিছু কিছু নীতিমালার অনুসরণ করতে হয়। বিবেকবান ব্যক্তি কখনোই উদাসীনভাবে বা দায়িত্বহীন ভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। দায়িত্বপূর্ণ সাড়া দিতে গেলেই তাকে যীশুর শিক্ষা, মণ্ডলীর শিক্ষা, প্রবক্তা ও জ্ঞানী লোকের শিক্ষা নিজ জীবনে অর্জন করতে হয়। তাছাড়াও ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থেকে ভালোবাসাপূর্ণ অন্তরে বিভিন্ন সদ্‌গুণ অর্জন ও আত্মত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, তবেই নিজের বিবেক সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

মনে রাখি ঃ সব কাজের পূর্বে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থেকে তা করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

শব্দটীকা ঃ প্রবক্তা - ভাববাদী, অকপট- সরলভাবে।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**মেয়ে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে - তাকে কিভাবে বিবেকবান হতে সাহায্য করবেন লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সর্বদা সাধনা করতে হয়। সাধনা তখনই সার্থক হয় যখন ব্যক্তি বিবেকের নীতি অনুসরণ করে চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবেক গঠন করার জন্য আমাদের অর্জন করতে হবে-

ক) জ্ঞান খ) সম্মান

গ) সম্পদ ঘ) উচ্চ শিক্ষা।

২। বিবেক গঠন করার জন্য অনুসরণ করতে হবে-

i. সততা ii. সরলতা iii. সদিচ্ছা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সুন্দর বিবেক গঠন করার জন্য কাদের দিকে তাকাতে পারি?

i. যীশু খ্রিষ্ট ii. জ্ঞানীলোক iii. প্রবক্তাগণ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পূজা অভাবী পরিবারের সন্তান। তার টাকার দরকার। তাই সে ঢাকায় যায় চাকুরীর জন্য। এখানে সে এমন একজন লোকের সন্ধান পায় যে তাকে অনেক টাকার চাকুরী দেয়। এখন সে অনেক টাকার মালিক। কিন্তু সে অন্যায় ও পাপ করে টাকা রোজগার করছে।

ক) বিবেক কী?

খ) বিবেক গঠনের উপাদানগুলো কী কী?

গ) পূজার মতো আপনার কোন বান্ধবী থাকলে তাকে আপনি কীভাবে বিবেকবান হতে সাহায্য করতে পারেন - ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "বিবেকবান মানুষ দায়িত্বশীল।" উক্তিটির তাৎপর্য লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪: ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-১১.৫ ব্যক্তিগত বিবেক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যক্তিগত বিবেক সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবেন।
- ব্যক্তিগত বিবেক গঠনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**প্রভাবিত, পরিপক্ব, অন্তর্নিহিত, ছলনা**

বিষয়বস্তু

ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা দেখা যায়। অনেকে সত্য কথা বলে, কখনই মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। অনেকে আবার অতি সহজেই মিথ্যা কথা বলে যার জন্য লোকে তাদেরকে বিশ্বাস করতে চায় না। যাদের সঙ্গে আমাদের আনাগোনা, যে পরিবেশে আমরা বাস করি তার দ্বারাই আমরা প্রভাবিত হই এবং অনেক কিছু শিখি। শৈশবে আমরা কিছু নীতি অনুসরণ করি কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করতে পারি। আর এভাবেই আমরা ব্যক্তিগত বিবেকের অধিকারী হই।

অনেক সময় মানুষের কাজ বা আচরণ কিছু আইন, প্রথা বা নিয়মের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। শিশুদের কাছে আমরা আশা করি, আমরা যা বলি তারা তাই করবে, কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অপরের উপর নির্ভর করলে আমরা তাকে অপরিপক্ব বলি। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে এটাই পরিপক্ব ব্যক্তির লক্ষণ অর্থাৎ তার নিজস্ব মূল্যবোধ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করবে সেটাই প্রত্যাশা করি। নিয়ম মাফিক চলার মনোভাব পরিপক্বতার পথে বাধা স্বরূপ, কারণ নিয়ম বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মতো - তা কখনোই অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ থেকে নয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে একা বাস করতে পারে না। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেককে বাইরের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। সেক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ও আবেগ অনুভূতিই তার কাছে নৈতিক মূল্যবোধের একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের ও অপরের অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারকে সে কোন মূল্যই দেয় না।

অনুধ্যান ঃ শৈশবে আমরা যাদের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হই বা যে পরিবেশে বসবাস করি তাই আমরা আমাদের জীবনে আয়ত্ত করি। মিথ্যা বা ছলনার পরিবেশে বড় হওয়া শিশু সহজেই মিথ্যা কথা বলে। আবার যে সব শিশু সত্যের আশ্রয়ে থেকে বড় হয় তারা কখনই মিথ্যা বলে না। শৈশবের এই যে নীতিসমূহ যা শিশু অন্তরে ধারণ করে তাই তার মধ্যে পরবর্তীতে দেখা যায়। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সে পরিপক্ব ব্যক্তিতে অথবা অপরিপক্ব ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সে ভালো-মন্দ যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে আর এভাবেই ব্যক্তিগত বিবেক গড়ে উঠে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে সবাই পরিপক্বতা প্রত্যাশা করে - যা হয়তো শিশুর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাই আমাদের উচিত ব্যক্তিগত বিবেকের নীতি অনুসরণ করে চলা।

মনে রাখি ঃ ব্যক্তিগত পরিপক্বতার উপর নির্ভর করবে - এটাই পরিপক্ব ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশা।

শব্দটীকা ঃ প্রভাবিত - পরিচালিত।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**ব্যক্তিগত পরিপক্বতা অর্জনের জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন**

সারসংক্ষেপ

শিশু শৈশবে যে সমস্ত আচরণ বা নীতিসমূহ অনুসরণ করে তাই পরবর্তীতে তার জীবনে প্রতিফলিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কারা নিজের বিবেক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে?
ক) নম্র ব্যক্তি খ) স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি
গ) সরল ব্যক্তি ঘ) রাগী ব্যক্তি।

২। ভালো-মন্দ যাচাই করার সামর্থ্যের অপর নাম কী?
ক) জ্ঞান খ) বুদ্ধি
গ) বিবেক ঘ) বিদ্যা।

৩। বাবা-মা যদি সন্তানদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়- তবে তাদের বিবেক কেমন?
i. স্নেহ প্রবণ ii. কোমল প্রাণ iii. ত্রুটিপূর্ণ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মলি সব সময় বান্ধবীদের সঙ্গে থাকে। তারা সবাই ছুটির পর রাস্তায় সময় নষ্ট করে ও আড্ডা দেয়। মলি প্রায়ই এদের সঙ্গে না গিয়ে ঘরে ফিরে যায়। তার মাও তাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছে। সে বুঝতে পারে এভাবে চলা অন্যায় কাজ।

ক) ব্যক্তিগত জীবন সৎ হলে সমাজ কীভাবে তা দেখে?
খ) কখন থেকে ব্যক্তিগত জীবন গঠন হওয়া শুরু হয়?
গ) ব্যক্তিগত বিবেক গঠনের উপায় সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) "প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কাজের জন্য দায়ী।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫: ১. খ ২. গ ৩. গ

পাঠ-১১.৬ পরিপক্বতায় বিবেকের বৃদ্ধিলাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক পরিপক্বতায় বিবেকের বৃদ্ধিলাভ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবেশে বিবেক কিভাবে পরিপক্বতা অর্জনে সক্ষম হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**কালসাপ, বেহিসেবী, ভান্ডার, জবাবদিহি**

মথি ১২:৩৩-৩৭; যোহন ৩:২০-২১

"হয় বলুন গাছটা ভালো, তার ফলও ভালো। না হয় বলুন গাছটা রুগ্‌ণ, তার ফলও রুগ্‌ণ। কালসাপের জাত আপনারা। নিজেরাই খারাপ যখন, আপনারা ভালো কিছু বলবেন কী করে? কোন মানুষের অন্তর যা দিয়ে ভরা থাকে, মানুষের মুখ তেমন কথাই বলে। ভালো লোক তার ভালোর ভাণ্ডার থেকে যত ভালো কিছুই তো বের করে আনে। তেমনি খারাপ লোক তার খারাপের ভাণ্ডার থেকে খারাপ কিছুই তো বের করে আনে। আমি কিন্তু আপনাদের বলে রাখছি, মানুষ যত বেশি বেহিসেবী কথা বলেছে, তার জন্যে তাকে সেই মহাবিচারের দিনে জবাবদিহি করতেই হবে। আসলে সেদিন আপনার মুখের কথাই আপনাকে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করবে, আপনার মুখের কথাই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করবে।" যে কেউ মন্দ কাজ করে আলোকে সে ঘৃণা করে, আলোর দিকে সে আসেইনা, পাছে তার কাজের আসল রূপটা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যে সত্যের সাধক সে তো আলোর দিকেই এগিয়ে আসে, যাতে তার কাজকর্ম যে পরমেশ্বরের প্রেরণায় সাধিত, তা যেন স্পষ্টই প্রকাশ পায়।

অনুধ্যান ঃ পারিবারিক পরিবেশে শিশু যা কিছু শিখে তাই সে আয়ত্ত করে এবং তার নিজ জীবনে তার প্রতিফলন দেখা যায়। সে যদি ভালো কিছু আয়ত্ত করে তাহলে ভালো প্রতিফলন দেখা যায়। অর্থাৎ তার জীবন পরিচালিত হয় সঠিকভাবে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তার মধ্যে পরিপক্ব ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। সে পূর্ণ পরিণত বিবেকবান ব্যক্তি হিসেবে বৃদ্ধিলাভ করে। একইভাবে সামাজিক পরিবেশেও তাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তি বা বিবেকবান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। পারিবারিক পরিবেশে বড় হতে হতে বৃহত্তর সমাজের সাথে তার পরিচয় ঘটে। বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে ভালো কিছু গ্রহণ করতে পারলে ভালো বা পরিপক্ব বিবেকের অধিকারী হয়, আর যদি মন্দ কিছু গ্রহণ করে তাহলে অপরিপক্ব বা বিবেকহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। আমাদেরকে পরিপক্ব ও বিবেকবান ব্যক্তি হওয়ার জন্যই সব সময় প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মনে রাখি ঃ ভালো লোক তার ভালোর ভাণ্ডার থেকে যত ভালো কিছুই তো বের করে আনে।

শব্দটীকা ঃ মহাবিচার - জগতের শেষ দিন

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একজন শিশুকে পরিপক্ব ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠার জন্য কীভাবে সাহায্য করবেন লিখুন**

সারসংক্ষেপ

শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে ব্যক্তি যা কিছু শিখে বা আয়ত্ত করে পরবর্তী জীবনে তারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানুষের ভালোর ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে আসে-
ক) ভালো চিন্তা খ) আনন্দের চিন্তা
গ) জ্ঞানের চিন্তা ঘ) অন্যের চিন্তা।

২। মহাবিচারের দিনে জবাবদিহিতা করতে হবে-
i কৃপণদের ii. উগ্রদের iii. বেহিসেবীদের
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও ii

৩। অন্ধ বিবেক কোথায় থাকতে চায়?
i. আলোর বিপরীতে ii. সত্যের বিপরীতে iii. ভালোর বিপরীতে
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আলমপুরে সফিদের বাড়ির নাম ডাকাত বাড়ি। ইতিহাস থেকে জানা যায় সফির দাদু চোর ছিল, পরে তার বাবাও প্রথমে চোর এবং পরে আস্তে আস্তে ডাকাত হয়। বর্তমানে সফিও নাম করা ডাকাত।

ক) যীশু কাদের কালসাপের জাত বলেছেন?
খ) রুগ্‌ণ গাছ আসলে কীসের ইঙ্গিত বহন করে?
গ) উদ্দীপকে সফির বংশ তাকে কেমন বিবেক গঠনে সাহায্য করেছে- বুঝিয়ে লিখুন।
ঘ) "পারিবারিক পরিবেশই আমাদের পরিপক্ব হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬: ১. ক ২. গ ৩. ঘ

পাঠ-১১.৭ এইডস, ধূমপান ও মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এইডস্ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হবেন।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মরণব্যাধি, মাদকাসক্তি, প্রতিহত, রেষারেষি, কলহ**

গালাতীয় ৫:১৯-২১; হিতোপদেশ ২০:১, ২১-১৭

মূল্যবোধসমূহ মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়, যেমন রেলগাড়ি রেল লাইনের সহায়তায় সঠিক স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু সঠিক মূল্যবোধের অভাবে অনেকে নানারকম মন্দ নেশায় আসক্ত হয়ে মরণব্যাধি এইডস্ ও মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয়। বর্তমান বিশ্বে এইডস্ একটি মরণব্যাধি। আফ্রিকা মহাদেশে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। এটা সাধারণতঃ এইচআইভি এইডস্ নামে পরিচিত। এ রোগকে আমাদের সমাজের লোকেরা দারুণ ভয় পায় কারণ এ রোগে আক্রান্ত হলে মানবদেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই মারা যায়। এইচআইভি এইডস্ →HIV-Human Immunodeficiency Virus AIDS → Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

মানুষের নিম্নতর স্বভাবটা যেসব কাজের প্রেরণা দেয়, তা তো আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই: যেমন ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃখলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি, আজও তেমন দিচ্ছি; যারা এমন সব কাজ করে বেড়ায়, তারা কেউই ঐশ রাজ্যের কোন কিছুই পাবে না কখনো। "দ্রাক্ষারস নিন্দুক, সুরা কলহকারিণী, যে তাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়। যে আমোদ ভালোবাসে, তার দৈন্যদশা ঘটবে, যে দ্রাক্ষারস ও তৈল ভালোবাসে সে ধনবান হবে না। বৎস, তুমি শোনো, জ্ঞানবান হও, তোমার হৃদয় সৎপথে চালাও। মদ্যপায়ীদের সঙ্গী হয়ো না, পেটুক মাংসভোজীদের সঙ্গী হয়ো না; কারণ মদ্যপায়ী ও পেটুকের দৈন্যদশা ঘটে এবং ঢুলু ঢুলু ভাব মনুষ্যকে নেক্‌ড়া পরায়।

অনুধ্যান ঃ আমাদের সমাজ এইডস্ রোগে আক্রান্ত রোগীকে দারুণ ভয় পায় এবং ঘৃণার চোখে দেখে। এইডস্ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা বা জ্ঞান না থাকায় অনেকে এটাকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের দ্বারা পাপের ফল হিসেবে বিবেচনা করে। ধূমপান একটি নেশা। ধূমপানের কোন উপকারিতা আছে বলে কেউ জানে না। এ আসক্তির জন্য অনেক কুফল হয়। অর্থ অপচয় এবং অনেক শারীরিক রোগের কারণ হচ্ছে এই ধূমপান। ধূমপান থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। এ কুঅভ্যাস একটি বোঝার মতো। যারা মনমানসিকতা পরিবর্তন করে এমন সব মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে যার ফলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় তারাই মাদকাসক্ত। এটি একটি জঘন্য কুঅভ্যাস। এই কুঅভ্যাসে যারা ভোগে তারা নানারকম অসামাজিক কাজও করে থাকে। এ কারণে নানা রকম পতনের জালে আটকা পড়ে এমনকি মিথ্যা, চুরি এবং প্রতারণার শিকার হয়। এসব কুঅভ্যাস থেকে বিরত থাকার জন্য ঈশ্বরের মহান শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে এবং সব সময় সচেতন থাকতে হবে।

মনে রাখি ঃ বৎস, তুমি শোনো, জ্ঞানবান হও, তোমার হৃদয় সৎপথে চালাও।

শব্দটীকা ঃ নিম্নতর স্বভাব - পাপ স্বভাব, ঈর্ষা - হিংসা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কীভাবে সহায়তা করবেন লিখুন**

সারসংক্ষেপ

ধূমপান বা মাদকাসক্তি হলো কুঅভ্যাস। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৃঢ় মনোবল ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি খাঁটিয়ে এবং আদর্শ ব্যক্তির সৎপরামর্শ অনুসরণ করে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সিগারেটের ভালো লাগা থেকে আস্তে আস্তে মানুষ কোথায় চলে যায়?

ক) হিরোইনে খ) ভালো খাবারে

গ) ভালো জিনিসে ঘ) সিনেমায়।

২। মন্দ অভ্যাস ত্যাগ হলো-

i. মুক্তি লাভের উপায় ii. বন্ধু ছাড়ার উপায় iii. সম্পদ ছাড়ার পথ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) ii ও iii

৩। কারা দৈন্য দশায় কষ্ট পায়?

i. পেটুকেরা ii. মদ্যপায়ীরা iii. বেহিসেবীরা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

অভি আজ মৃত্যুর মুখোমুখি। দীর্ঘ দিন নেশা করার ফলে তার পরিবার সব হারিয়েছে। এখন তার কিডনী, লিভার, ফুসফুস সবই নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা-মা অনেক বুঝানোর পরও সে নেশার জগত থেকে ফিরতে পারেনি। ডাক্তার তার বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

ক) এইডস্ কী?

খ) এইডস্‌এ আক্রান্ত রোগীদের সমাজ কীভাবে দেখে?

গ) আপনার কোনো বন্ধু নেশায় আসক্ত হয়ে পড়লে কীভাবে তাকে সুপথ দেখাবেন? আপনার মতামত লিখুন।

ঘ) "নেশা মানুষকে নিয়ে যায় নিম্নতর স্বভাবের দিকে।" উক্তিটির আলোকে নেশার পরিণতি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৭: ১. ক ২. ক ৩. ঘ

পাঠ-১১.৮ ব্যক্তি জীবনে মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্যবোধের অন্যতম প্রধান উৎস হলো মঙ্গলবাণী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যক্তি জীবনে মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধ অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ঈশ্বরের বাণী, মূল্যায়ন, প্রাচীন, ব্যভিচার, অশুচি**

মথি ১৫:১-১৯, ১৬-২০; মথি ২৮: ১৯-২০

খ্রিষ্টভক্তদের জন্য মূল্যবোধের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ঈশ্বরের বাণী। যীশু তার শিক্ষার আলোকে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিয়মভিত্তিক বা নিয়মমাফিক বিবেক যে অনেক ভুল করতে পারে তা তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। যীশুর মতে বিবেকের ভিত্তি হতে হবে প্রেমের চরম বিধান। "একদিন জেরুসালেমের কয়েকজন ফরিসি ও শাস্ত্রী যীশুর কাছে এলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন: "আচ্ছা আপনার শিষ্যেরা প্রাচীনদের প্রবর্তিত নিয়ম-রীতি অমান্য করেন কেন? কই, খেতে বসবার আগে ওঁরা তো হাত ধুয়ে নেন না!" উত্তরে যীশু বললেন: "আর আপনারা! আপনারাই বা কেন প্রাচীনদের প্রবর্তিত আপনাদের ওই সব নিয়ম-নীতির খাতিরে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেন? ঈশ্বর তো বলেছেন : পিতা-মাতাকে তুমি সম্মান করবে!' তাছাড়া তিনি এ কথাও বলেছেন: নিজের পিতা বা মাতাকে যে-লোক অভিশাপ দেয়, মৃত্যুই তার প্রাপ্য শাস্তি!" অথচ আপনারা কিনা ব'লে থাকেন: 'যে-লোক নিজের পিতা বা মাতাকে বলে: আমার যা- কিছু তোমার সাহায্যে লাগতে পারত, তার সবই তো আমি ঈশ্বরকে নিবেদন করেছি, সেই লোকের নাকি নিজের পিতা বা মাতার প্রতি ওই কর্তব্য আর থাকে না!' এই ভাবেই তো আপনাদের ওই সব নিয়ম-নীতির খাতিরে আপনারা ঈশ্বরের অআদেশবাণীকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কী ভণ্ড আপনারা! আপনাদের সম্বন্ধে ইসাইয়া ঠিকই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছেন। তিনি তো বলে গেছেন: 'এ জাতি শুধু মুখেই আমাকে সম্মান দেখায়, তাদের হৃদয় কিন্তু পড়ে আছে আমার কাছ থেকে বহু দূরে! তারা বৃথাই আমার পূজা করে; তারা যে-ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকে, তা তো নিছক মানুষেরই তৈরী বিধিনিয়ম!"

যীশু বললেন: ''তোমাদেরও কি তাহলে এখনও বুদ্ধি হলো না? তোমরা কি বুঝতে পারছ না, মুখের মধ্যে যা-কিছু প্রবেশ করে, তা চলে যায় পেটেরই মধ্যে আর সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মলগর্তে। কিন্তু মুখ থেকে যা-কিছু বেরিয়ে আসে, তা তো অন্তর থেকেই আসে; আসলে ওই সব-কিছুই মানুষকে অশুচি ক'রে তোলে! মানুষের অন্তর থেকেই তো বেরিয়ে আসে এমন-সব মন্দ অভিপ্রায়, যার ফলে ঘটে নরহত্যা, ব্যভিচার, অবৈধ সংসর্গ, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, পরনিন্দা। এই সব-কিছুই মানুষকে অশুচি ক'রে তোলে। কিন্তু হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া, তা তো মানুষকে অশুচি করে না।'' ... সুতরাং যাও: তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত করা! তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও।''

অনুধ্যান : যীশু এখানে ব্যক্তিগত বিবেকের উপর জোর দিয়েছেন। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম মাত্র নয় কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই লিখিত এই বিধান। তার বিবেকের অন্তরগভীরে মানুষ এমন বিধান আবিষ্কার করে যা তার নিজের তৈরী নয়, তথাপি তা তার আনুগত্য দাবি করে। বিবেকের স্বর মানুষের কাছে প্রতিমুহূর্তে আহ্বান জানায় ভালোকে গ্রহণ করতে এবং মন্দকে বর্জন করতে। তার কারণ ঈশ্বর নিজেই মানুষের অন্তরে একটি বিধান লিখে দিয়েছেন। এই বিধান মেনে চলাতেই মানুষের মর্যাদা নিহিত। পবিত্র মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধগুলো হলো প্রত্যেক মানুষের মূল্যবোধের

আদর্শ। যীশু তাঁর শিষ্যদের তা শিখিয়েছেন এবং আদেশ দিয়েছেন অন্যদের তা শিক্ষা দিতে। আর এই মূল্যবোধগুলোই হলো- নৈতিক মূল্যবোধ, সুন্দর ও পবিত্র জীবনের ভিত্তি। আর এগুলো হলো- আমাদের জন্য সত্য, সুন্দর ও পবিত্র। মুক্তি পথের নিশানা বা আলো স্বরূপ। তাই প্রতিনিয়ত সত্য, সুন্দর ও ন্যায় পথে চলার জন্য জীবনময় পরমেশ্বরের শক্তি প্রয়োজন।

মনে রাখি ঃ "আমি তোমাদের যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছি তা তাদের পালন করতে শেখাও।"

শব্দটীকা ঃ অশুচি - পবিত্রতা নষ্টকারী

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**মঙ্গলবাণীর কোন বাণীটি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন? লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

নিজের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পবিত্র মঙ্গলবাণীর আলোকে জীবন পরিচালনা করাই হলো ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবেক আমাদের কী গ্রহণ করতে আহবান জানায়?
ক) বন্ধুদের খ) ভালোকে
গ) সম্মানকে ঘ) ঐশ্বর্যকে।

২। সমস্ত মূল্যবোধের ভিত্তি কোনটি?
ক) সামাজিক মূল্যবোধ খ) নৈতিক মূল্যবোধ
গ) ভালো মূল্যবোধ ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।

৩। সত্য সুন্দর মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনে এনে দেয়-
i. উজ্জ্বলতা ii. পবিত্রতা iii. স্বচ্ছতা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মাইকেল মফস্বল এলাকার একজন নিবেদিত বাণী প্রচারক। যীশু খ্রিষ্টের গুণাবলী তার মধ্যে স্পষ্ট দৃশ্যমান। বিশ্বাস, আশা, সৎসাহস নিয়ে সে বিশ্বস্তভাবে ঐ এলাকায় সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

ক) খ্রিষ্টানদের মূল্যবোধের প্রধান উৎস কোথায় নিহিত?

খ) কার আদর্শে আমাদের মূল্যবোধ গড়ে তুলবো?

গ) মঙ্গলবাণীর আলোকে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হলে প্রতিদিন কী করতে হবে- তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) "আমিই পথ, সত্য, ও জীবন" এই বাণী আমাদের কোন্ পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৮: ১. খ ২. খ ৩. ঘ

উত্তরমালা: ইউনিট-১১

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ক	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-২	১) খ	২) গ	৩) ক
পাঠ-৩	১) ক	২) গ	৩) ক
পাঠ-৪	১) ক	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-৫	১) খ	২) গ	৩) গ
পাঠ-৬	১) ক	২) গ	৩) ঘ
পাঠ-৭	১) ক	২) ক	৩) ঘ
পাঠ-৮	১) খ	২) খ	৩) ঘ